Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিলুফার ইয়াস্মিন

রোলঃ 216021325

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিলুফার ইয়াস্মিন

রোলঃ 216021325

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিলুফার ইয়াস্মিন, আইডিঃ 216021325 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

নিলুফার ইয়াস্মিন

আইডিঃ 216021325

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত..5

মসজিদ হলো নামাজের ঘর 8

মসজিদ এলেম অর্জনের স্থান 10

মসজিদ সমূহ মানুষের মধ্যে সৌহার্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের স্থান....................................12

মসজিদ সমূহ হলো দীনি দাওয়াতের স্থান...13

সামাজিক সমস্যার সমাধানে মসজিদের ভূমিকা 15

মসজিদের আদব 16

উপসংহার...16

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত

পূর্ণাঙ্গ দিনের কেন্দ্র মসজিদ এজন্য মসজিদ নির্মাণ করা খুবই সহজের কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মাণ করবেন

মুসলিম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হল মসজিদ আল্লাহর রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়া ও আসমান জমিনের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য মসজিদসমূহ হলো জমিনের বুকে আল্লাহ তায়ালার ঘর।আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়ার সমস্ত জায়গা হতে মসজিদ সমূহ সর্বাধিক প্রিয় স্থান। এইগুলো আসমান বাসির নিকট এই রূপ চমকায় যেমন জমির বাসীদের নিকট আসমানের তারকা সমূহ চমকায়। মসজিদ সমূহ এমন ঘর যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আল্লাহর নাম নেওয়া হয়। এই সফল ঘর সমূহ সকাল সন্ধ্যায় এমন লোকেরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করে জেহাদেরকে আল্লাহতালা স্মরণ হইতে, নামাজ পড়া হইতে, এবং যাকাত দেওয়া হইছে না কোন ক্রয় বিক্রয় হতে গাছের করে না তাহারা এমন দিন, অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে ভয় করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করেন তখন তিনি মদীনায় আগমন করে প্রথম শহরের প্রবেশদ্বার কুক নামক স্থানে নামাজ পড়েন। পরে এখানে মসজিদ গড়ে ওঠে । ইসলামের প্রথম কেবলা মসজিদ ফিলিস্তানে মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস। ফজিলতের দিক থেকে প্রথম মসজিদ মক্কা মোকাররমা বা কাবা শরীফ এখানে এক রাকাত নামাজের সওয়াব 1 লক্ষ। দ্বিতীয় মসজিদ মসজিদুল আকসা। তৃতীয় মসজিদ মদিনা আল মোনার মসজিদে নববী। মদিনা নবী এর শহর একে আরবীতে বলা হয় মদিনাতুল নবী। মদিনার প্রান কেন্দ্র হল মসজিদে নববী। রাসূলুল্লাহ মদিনার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন। এবং একে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। মসজিদে নববী নামাজ পড়ার ফজিলত বেশি। এক রাকাত নামাজে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সব পাওয়া যায়। এবং এসব মসজিদে মহিলাদের নামাজ

পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। এছাড়া ঢাকা শহরকে মসজিদের শহর বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করেছে প্রত্যেক শহরে। এছাড়া বাংলাদেশের ষাট গম্বুজ মসজিদ, আজিমপুর কবরস্থান সংলগ্ন হানিফ মসজিদ, শাহী মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, বাঘা মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, বিনোদ বিবির মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ বড় সোনা মসজিদ আশরাফপুর মসজিদ, চকবাজার শাহী মসজিদ, লালবাগ শাহী মসজিদ, খাজা শাহবাজের মসজিদ, মুসা খান মসজিদ, ওয়ালি খানের মসজিদ, কদম মোবারক মসজিদ, বজরা শাহী মসজিদ, তারা মসজিদ, হিন্দা কসবা জামে মসজিদ, লালদিঘি মসজিদ, আওলাদ হোসেন লেনের মসজিদ গোয়ালদীর গায়েবী মসজিদ, কর্তলব খান মসজিদ, আতিয়া মসজিদ, ইত্যাদি মসজিদ রয়েছে ইতিহাসে দেখা যায় প্রত্যেক রাজা বাদশা তাদের নিজের দেশে নিজেদের নামে অত্যন্ত কারুকার্যমন্ডিত মসজিদ নির্মাণ করেছেন যা দর্শনার্থীদের দেখার মত জায়গা। এই সকল মসজিদ দেখলে সে সময়কার রাজা-বাদশাদের রুচি ও তাদের মেধা কর্মদক্ষতা সম্পর্কে জানা যায়। বাংলাদেশেও প্রতি এলাকায় দু একটা মসজিদ আছে। মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত এত বেশি যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও অনেক আধুনিক মুজিব নির্মিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসে আল্লাহর রাসূল বলেন

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ বানাইবার হুকুম করিয়াছেন এবং এই হুকুম দিয়েছেন যে মসজিদ পেয়ে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং খুশবু দ্বারা সুবাদিত করা হয় আবু দাউদ।

মসজিদ ঈমানী পরিবেশের জায়গা

হাদীসে কম বেশি এরকম আছে যে ওই ব্যক্তির কথা যে ভালো কথা কাহার হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। এবং নেক আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের মধ্যে হইতে একজন।

মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আযান দেয়ার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন আল্লাহ তাআলার মসজিদ সমূহ কে আবার করা ওই সমস্ত লোকদেরই কাজ যাহারা আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান

আনিয়াছে এবং নামাজের পাবন্দি করিয়াছে এবং যাকাত প্রদান করিয়াছে এবং আল্লাহ তাআলার উপর এরূপ তাওয়াক্কুল করিয়াছে।। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেনা। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আশা করা হয় যে, তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহার দিককে হেদায়েত দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছে। (তওবাহ)

ঈমান ছাড়া কোন আমলেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। মসজিদে পাঁচবার সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তিগণ সমবেত হন। মসজিদে একটা ঈমানী পরিবেশ থাকে। যেখানে গেলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন আল্লাহর কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আয়াত সমূহ করে শোনানো হয় তখন ওই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং তারা আল্লাহর উপরই ভরসা করে। আল্লাহ তাআলা রাসূল ও ঈমান ওয়ালাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে ও কেয়ামতের দিনে সাহায্য করবেন। ঈমান ওয়ালাদের তো আল্লাহ তাআলার সহিতই অধিক মহব্বত হয়। মসজিদ মুত্তাকির ঘর আর আল্লাহ তা'আলা নিজের দায়িত্ব নিয়েছেন যে, মসজিদ যাহার ঘর হইবে তাহাকে শান্তি দিবে। আপন সন্তুষ্টি দান করিবো এবং তাহাদের জান্নাত দান করিবো। হাদিসে আছে,

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে অভ্যস্ত দেখো তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও।

মসজিদ হলো নামাজের ঘর

ইসলামের কাজ স্তম্ভের মধ্যে নামাজ দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামাজ হলো জান্নাতে চাবি। নামাজ হলো রাসূলের চোখের শীতলতা। কেয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে । যার নামাজের হিসাব সহজ হবে, তার জন্য অন্যান্য সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে। মসজিদের দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিন আজানের মাধ্যমে নামাজের জন্য ডাকেন। মুসলমান পুরুষের জন্য জামাতে মসজিদে নামাজ আদায় করলে 27 গুণ বেশি সওয়াব। জামাতে সালাত আদায় সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,

হযরত সালমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম(সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তম রূপে অজু করিয়া মসজিদে আসে সে আল্লাহ তাআলার মেহমান। আল্লাহ তাআলা তাহার মেজবান। আর মেজবানের দায়িত্ব হল মেহমানের সম্মান করা।

হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে কতিপয় যুবককে বলি যে তাহারা অনেকগুলো লাকড়ি জোগাড় করিয়া আনে, তারপর আমি ওই সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামাজ পরিয়া লয়, এবং তাহাদের ঘর গুলোকে জালাইয়া দেই।

হযরত জাবের(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন নামাজের জন্য একামত বলা হয় তখন আসমানের দরজার সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোয়া কবুল হয়।

আল্লাহর রাসূল মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার প্রতি অত্যন্ত তাগিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদিসে অনেক পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কেউ আজান শুনে অজু করে মসজিদে গেলে তার গুনাহ সমূহ ঝরে যায়, যেভাবে শীত মৌসুমে গাছের পাতা ঝরে যায়। অন্ধকারে কেউ বেশি বেশি মসজিদে যাতায়াত করলে কেয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হবে। অন্ধকারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেরাই আল্লাহর রহমতের ভিতর ডুব দানকারী।

হযরত হুরায়রা(রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) করেছেন, যদি দ্বিপ্রহরের গরমে জোহরের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফজিলত লোকেরা জানিত তবে জোহরের নামাজের জন্য দৌড়াইয়া যাইত। আর যদি তাহারা এশা ও ফজরের নামাজের ফজিলত জানিত তবে অসুস্থতার দরুন হামাগুড়ি দিয়ে হইলেও এই নামাজের জন্য মসজিদে যাইতো।

নবী করিম(সাঃ) জীবনের শেষের দিকে যখন খুব অসুস্থ হইলেন এবং তাহার কষ্ট বাড়িয়ে গেল। তখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য ২ ব্যক্তির উপর ভর করিয়া এইভাবে বাহির হইলেন যে, দুর্বলতার দরুন তাহার পা মোবারক মাটির উপর হ্যাচরাইতেছিল।

রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এবং তার সাহাবীগণ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মসজিদে যেতেন। এবং নামাজের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করতেন। সাহাবীদের ঘরে খাবার না থাকলে তারা মসজিদে গিয়ে নামাজের দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহর রাসুল যে কোনো সফরে গেলে সফল থেকে ফিরে আসলে ঘরে যাওয়ার আগে মসজিদে যেতেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। যদি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ এমনকি আকাশে মেঘের কারণে ঝড় তুফানও হতো, তাহলেও আল্লাহর রাসূল দৌড়িয়ে মসজিদে যেতেন এবং নামাজ পড়তেন। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কোন মনোমালিন্য হলেও মসজিদে গিয়ে তিনি শুয়ে থাকতেন ।

নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও পাপ থেকে দূরে রাখে। এক ব্যক্তি নবী করিম(সাঃ) নিকট আরশ করলো। অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামাজ পড়ে আবার সকাল হইতেই চুরি করে। নবী করিম(সাঃ) বললেন, তাহার নামাজ অতিসত্বর তাহাকে এই খারাপ কাজ হইতে রুখিয়ে দিবে।

হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়েছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে সময়মতো আদায় করিবার এহতেমাম করিয়া আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাইবো। আর যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে নাই তাহার

জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই। ইচ্ছা হইলে মাফ করিব আর ইচ্ছা না হইলে শাস্তি দিব। (আবু দাউদ)

মসজিদ এলেম অর্জনের স্থান

আল্লাহতালা যে ব্যক্তি শহীদ কল্যাণের এরাদা করেন, তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। মসজিদ সমূহে এলেম শিক্ষা দেয়া হয়। প্রত্যেক মসজিদে কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়। হাদিসে আছে,

হযরত ওসমান ইবনে আফফান(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে , কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।

যে ব্যক্তি এলেম অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয় তার জন্য গর্তের পিঁপড়া, সমুদ্রের মাছ দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতারা তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। আল্লাহর রাসূলের সময় মসজিদের পাশে সুফফাতে কতিপয় সাহাবা সব সময় অবস্থান করিতেন। রিজিকের জন্য কোন কাজ করিতেন না। তারা আল্লাহর রাসূলের হাদিস সমূহ মুখস্ত করিতে, সংরক্ষণ করিতেন। অল্প সময়ের জন্য ও তারা সুফফা থেকে সরিতেন না। যদি যদি আল্লাহর রাসূলের কোন কথা বাদ পড়ে যায় এই ভয়ে। আল্লাহ রাসূলের কোন খাবার হাদিয়া আসলে তাই তারা খেতেন। হযরত হুরায়রা(রাঃ) একবার পেটের খিদায় মাটিতে শুয়ে পড়লেন। মানুষ মনে করিল যে সে অসুস্থ। এভাবে তারা কষ্ট করে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে এলেম অর্জন করিতেন। আল্লাহর রাসূল মসজিদে বসি সাহেবাদেরকে তালিম দিতেন। ঈমানের শিক্ষা দিতেন। সাহাবাগণ পরস্পর একে অপরকে ঈমানী শিক্ষা, হাদিস, কোরআন শিক্ষা দিতেন মসজিদে বসে। এজন্য মসজিদ হল এলেম শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

হযরত ওকবা ইবনে আমির(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) তাসরিফ আনিলেন, আমরা সুফফাতে বসেছিলাম । তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, প্রত্যহ সকালে বুথহা অথবা আকিক বাজারে যাইবে আর কোন গুনাহ(যেমন-

চুরি ইত্যাদি) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত দুটি উত্তম উটনী লইয়া আসিবে? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইহা তো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করিবেন। রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এরশাদ করিলেন, সকাল বেলা মসজিদে যাইয়া তোমাদের কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা অথবা পড়া দুই উটনী হইতে, তিন আয়াত তিন উটনী হইতে এবং চার আয়াত চার উটনী হইতে উত্তম। হযরত আবু জর রাঃ বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করেছেন হে আবু জ্বর তুমি যদি সকাল বেলা হইয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিখিয়ে দাও তবে তা একশত রাকাত নফল হইতে উত্তম আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিখে আলো চাই তাহা সেই সময় আমল হোক বা না হোক যেমন তায়াম্মুমের মাসায়েল তবে হাজার রাকাত নফল পরা হইতো উত্তম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে এই এরশাদ করেছেন শুনিয়েছে যে যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে কেবল কোন কল্যাণের কথা শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিবে সে সব হিসেবে আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় জিহাদকারে সমতুল্য হইবে sআর যে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিবে সে ওই ব্যক্তির নেয় যে অন্যের আসবাবপত্র দেখিতেছে আর যেন কথা যে অন্যের জিনিসপত্র দেখার মধ্যে নিজের কোন ফায়দা নেই হাদিসে বর্ণিত ফজিলত সকল মসজিদের জন্য কারণ সমস্ত মসজিদে মসজিদে নববীর অধীন হযরত বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করিয়েছেন যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণের কথা শিক্ষা করার জন্য অথবা শিক্ষা দানের জন্য মসজিদে যায় তাহার সওয়াব সেই হাজির ন্যায় হয় যাহার হজ কবুল হয়েছে নবী-রাসূলগণ তাদের ওয়ারিশদের জন্য ধনসম্পদ রেখে যাননি দেখে গেছে তাদের এলেম হাদিস আছে হযরত আনহু একবার মদিনায় বাজার দিয়ে অতিক্রম কালে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বললেন হে বাজারের লোকেরা তোমাদেরকে কি জিনিস সক্ষম করিয়ে দিয়েছে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আবু হুরায়রা কি ব্যাপার তিনি বলিলেন তোমার এখানে বসে আছো তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজেদের অংশ লইতে চাও না লোকেরা জিজ্ঞেস করল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম পরিত্যক্ত সম্পত্তি

কোথায় বন্টন হয়েছে তিনি বলিলেন মসজিদে লোকেরা দৌড়ে মসজিদে গেল ফিরিয়ে আসার অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন লোকেরা ফিরিয়ে আসিল জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা আরজ করিল হে আবু হুরায় মসজিদে গেলাম সেখানে তেলাওয়াত করতে ছিলেন হযরত আব্বু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন তোমাদের উপর আফসোস এটাই তো আসলুল্লাহ সাল্লাহু সাল্লাম এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না সে এলেমের কথা শুনিয়া শিক্ষিত থাকে অবশেষে তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়ে এবং জান্নাত দেখলে হইয়া যায় আমাদের দেশের প্রায় বেশিরভাগ মসজিদের সাথে এই মাদ্রাসা রয়েছে এখানে সাধারণ মানুষ ছাড়া এতিম বাচ্চাদের বিনা পয়সায় কোরআনের এলেম শিক্ষা দেওয়া হয় এরা বড় হয়ে আলেম শক্তি হন যারা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসালা মাসায়েল দেন দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমাধান দেন এছাড়া মসজিদে প্রতি বছর হাদিস ক্ষতম আযানের প্রতিযোগিতা কোরআনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় মানুষের নিকট দ্বীনি এলেন পৌঁছাতে পারে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তিনি এলেম হাসিল করার ক্ষেত্রে মসজিদ কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

মসজিদ সমূহ মানুষের মধ্যে সৌহার্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের স্থান

মসজিদ সমূহের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য যখন ধনী গরিব মূর্খ জ্ঞানই সব শ্রেণীর পেশার মানুষ এখন এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই প্রতিদিন মুসল্লিদের সাথে পাঁচবার দেখা হওয়ার তরুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি প্রতিবেশীর ভালো-মন্দ বিপদ-আপদে সব রকম খোঁজ খবর জানা যায় প্রতিবেশী একজন মৃত্যুবরণ করলে মসজিদে মাইকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় আবার এলাকার কারো বিয়ে হলেও মসজিদের ভিতরে বিয়ের সম্পন্ন হয় সামাজিক কার্যক্রম মসজিদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন লোকদের উপর রহমান নাজিল করেন এবং ফেরশত তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন   আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি

কাতার কে মিলায় আল্লাহ তায়ালা ইহার দ্বারা তার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার উপর রহমত ছিটাইয়া দেন হযরত সালমান ফারসি রাঃ বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি জুম্মার দিন গোসল করে যথাসম্ভব পাক পবিত্রতা হাসিল করে নিজের তৈরি লাগায় অথবা নিজ ঘর হইতে খুশবু ব্যবহার করে অথবা মসজিদে যায় মসজিদে পৌছে এমন দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসে না যাহার পূর্ব হইতে একত্রে বসে আছে যে পরিমাণ তৌফিক হয় জুমার পূর্বে নামাজ পড়ে অতঃপর যখন ইমাম খুতবা দেয় ওহা মনোযোগ সহকারে চুপ করিয়া শ্রবণ করে তবে এই জুম্মা হতে বিগত জুম্মা পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় সুতরাং বোঝা যায় যে মসজিদে যাওয়ার পর মসজিদে কিছু আদব মেনে চলা উচিত প্রতিদিন সময় মত পাঁচ বার মসজিদে যাওয়ার ফলে মুসল্লিদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ তৈরি হয় তবে তারা নিয়মিত হয় এছাড়া মসজিদে গিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানে বসে এবং চুপচাপ খুতবা সোনা এতে মানুষের মধ্যে বিনয় নম্রতা পয়দা হয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন উত্তম আমল হান আখলাক সুন্দর করা রাসূলের জীবনে আমরা দেখি যে তার সত্যবাদীদের জন্য অনেক মুসলমান তাহার নিকট আমানত রাখত সাহাবারা জীবনে দেখা যায় যে তাহাজ মাঠে আখলাকের পরিচয় দিতেন তাদের প্যাক এমন পর্যায়ে ছিল যে মৃত্যুর নিকটবর্তী নিজে পানি না খেয়ে অন্যজনকে পানি দিতে বলেছেন একজন অন্যজনকে পানি দিতে বলেছেন একজন অন্যজনকে পানি দিতে বলেছেন ফলে সবাই পানি না খেয়ে ইন্তেকাল করেছেন

মসজিদ সমূহ হলো দীনি দাওয়াতের স্থান

দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শান্তির হওয়ার মত সময় এখানে সব সময় নামাজ ফিকির কোরআন তেলাওয়াত চলতে থাকে এছাড়া মসজিদ সময় দিনের তালিম দেওয়া হয় আল্লাহর বড়ত্বের কথা তাও হইতে সালাতের কথা কি আমার জান্নাত বিষয়ের প্রতি তিনি তালিম দেওয়া হয় আমরা জানি রসূল সাঃ চলে গেছেন আর কোন নবী রাসূলের দুনিয়াতে আসবে না আল্লাহর রাসূল তার সারা জীবনের দিনের দাওয়াতের কথাই বলে গেছেন আমরা সেই দায়িত্ব আমাদের উপরে এসে পড়েছে তারা নামাজের ফজর অথবা আসরের

পর প্রত্যেক এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে যে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন শতকাদের আদেশ করেন অসৎ কাজের নিষেধ করেন রাস্তায় রাস্তায় তাদের এই দাওয়াত কার্যক্রম অনেকে বিরক্ত হন কটু কথা বলেন ঈমানদার বা তা সহ্য করে সবর ধরে স্বভাবে আশায় দ্বীনের পথে দিন আল্লাহর দিনের প্রচার করেন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন আর আল্লাহতালার দিনের জন্য মেহনত করেছ যেমন মেহনত করো আবশ্যক তিনি সারা বিশ্বের আপন পর গান পৌঁছাবার জন্য তোমাদেরকে নির্বাচন করিয়েছেন এবং দিনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতম আদেশ করেন নাই সকল হুকুম দেওয়া হয়েছে কাজে তোমরা তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন অর্থাৎ অনুগত ওয়াদা পালনকারী তোমাদেরকে আমি এর জন্য নির্মাণ করিয়েছি যাহাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হন আর তোমরা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও। আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাঃ কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়েছেন আপনি আপনার রবের পথের দিকে দাওয়াত দিন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশ সমূহের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সম্বোধন হয়েছে আপনি বলে দিন আমার রাস্তা তৈরি হয় যে আমি পূর্ণ ইয়াকিন শহীদ আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেই এবং যাহারা আমার অনুসারী তাহারাও আল্লাহর দিকে দাওয়াত। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম এরশাদ করেছেন সহজ করো কঠিন করিও না লোকদেরকে সান্তনা দাও এবং ঘৃণা সৃষ্টি করিও না হযরত আবু তালা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সৎ কাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মে কারীদের সমান সব লাভ করে আবু দাউদ । হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এরশাদ করেছেন আল্লাহতালা রাস্তায় ধুলাবালি ও জাহান্নামের দোয়া কখনো কোনো বান্দার একত্রিত হতে পারে না এবং কৃপণতা ঈমান কোন বান্দার দিলের মধ্যে কখনোএকত্র হতে পারে না । আমাদের দেশে মসজিদ-মায়ের প্রতিনিয়ত তিনি দাওয়াতের প্রচার করার জন্য জামাত আছে এবং তারা দুই মাস ছয় মাসের জন্য বিদেশ থেকে আমাদের দেশের প্রতি জেলায় এলাকায় মসজিদের মসজিদে মসজিদে জামাত আসে দিনে প্রচারের জন্য তারা দিনের পর দিন মসজিদে ধুলাবালুর মধ্যে

রান্না করে খান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সুতরাং রাসূলের সুন্নত খাতকে দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মসজিদের গুরুত্ব ফজিলত অপারেশন ।

সামাজিক সমস্যার সমাধানে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ ইসলামিক সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এতে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ধারক ও বাহু মসজিদের দাতব্য কার্যক্রম ও সমাজ সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজে অসহায় ও সুস্থ মানুষের সহায়তা করে দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা জলোচ্ছ্বাসে নিজেরা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাণ সংগ্রহ করে বিতরণ করে থাকে মসজিদ হল মুসাফির খানা । কোন মুসাফির ঠিকানা হারিয়ে ফেললে এবার চিনতে না পারলে মসজিদে আশ্রয় নেয় তাছাড়া রমজান মাসের প্রতিটি মসজিদে এক থেকে দেড়শ লোকের ইফতারের আয়োজন করা হয় সমসাময়িক বিজয়ের বিষয় নিয়ে ইমাম সাহেব খুতবা দেন যাতে সবাই সেই বিষয়ে সচেতন হতে পারে যুব সমাজের চারিত্রিক উন্নয়নের নেশা অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য দেওয়া হয় জুমার খুতবায়। সমগ্র বিশ্বে কত কয়েক বছর করণা জনিত মহামারি দেখা দিয়েছিল তখন প্রত্যেক মসজিদে নামাজ পড়ানো হতো এবং করোনা থেকে রক্ষার পেতে মসজিদে প্রচার করা হতো । এবং মসজিদসমূহ সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে থাকে। যুব সমাজের জন্য শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যা তাদের সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। মসজিদে নির্মাণের স্থানীয় সম্প্রদায়ের অবদান অংশগ্রহণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সংহতি বৃদ্ধ। মসজিদ নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্থানে উদ্ভাবনের ব্যবহার মসজিদকে আরো কার্যকর ও পরিবেশ বান্ধব ক... বর্তমানে প্রত্যেক মসজিদে মহিলাদের অজানা নামাজের ব্যবস্থা রাখা হয় মহিলাদের শুদ্ধ ভাবে কোরআন শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়।

মসজিদের আদব

মসজিদ দেখতে পবিত্র জায়গা এখানে আসার জন্য নিজেকে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয় তেমনি মসজিদসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় ওভার আদব এই যে উভাতে জানাবর্ত অর্থাৎ ঘুম গোসল ফরজ অবস্থায় প্রবেশ করা কোন নাপাক জিনিস হাতে না ঢুকানো সরল না করা দুনিয়াবী কাজ বা দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খাইয়ে সেখানে না যাওয়া হযরত আয়েশা রাঃ প্রত্যেক মহল্লার মসজিদ এবং এই হুকুম দিয়েছেন মসজিদকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং খুশবো তারা সুবাসিত করা হয়। হযরত আনাস বলেন একজন মহিলা মসজিদ হইতে ময়লা উঠিয়ে ফেলে দিতেন। তার ইন্তেকাল হইয়া গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে তাহার দাফনের সংবাদ দেওয়া হয় নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তখন এরশাদ করলেন যখন তোমাদের কারো ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন আমাকে একবার সংবাদ দিও তিনি সে মহিলার জানাজার নামাজ পড়লেন এবং এরশাদ করলেন আমি তাকে জান্নাতে দেখিয়েছি কারণ সে মসজিদ হইতে ময়লা উঠায়ে ফেলিয়ে দিত।

উপসংহার

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এবং নামাজ কায়েম করো যাকাত প্রদান কর আর রুকু করণ ওয়ালাদের সাথে রুকু কর অর্থাৎ জামাতে শহীদ নামাজ আদায় কর। সুতরাং মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং নবীর সুন্নতকে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারণ করা আর তা করার জন্য মসজিদ নির্মাণের ভূমিকা ও ফজিলত অপরিসীম।